বিপন্ন জনজীবন

তীব্র করো আন্দোলন

বিপন্ন জনজীবন। জীবনের একটা ক্ষেত্রও বাকি নেই, যেখানে সংকট হানা দেয়নি। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার কোনও সুযোগ নেই। রাষ্ট্র অবশ্য সকলকে বাঁচার আইনি অধিকার দিয়েছে। কিন্তু সংবিধানের পাতার বাইরে সে অধিকারের অস্তিত্ব নেই। কাজের গ্যারান্টি নেই, নেই ন্যায্য মজুরিও। লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার জোটে না। চিকিৎসার খরচ লাফিয়ে বাড়ছে। সরকারও জনগণের উপর নানা রকম ট্যাক্সের বোঝা বাড়িয়েই চলেছে। মদের প্রসার, অশ্লীলতার প্রসার পারিবারিক স্থিতি ধ্বংস করছে। নারীর নিরাপত্তা বিপন্ন। চাষি ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করছে।

এর কি কোনও বিরতি নেই?

মিছিল, মিটিং, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, ধর্মঘট, ঘেরাও, অবরোধ, সরকার পরিবর্তন, দল পরিবর্তন ইত্যাদি অনেকেই তো হয়েছে, হয়ে চলেছে। তা হলে এই সংকট কমার পরিবর্তে কেন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে?

মহামিছিলের প্রস্তুতি পর্বে সে কথাই সমস্যাদীর্ণ মানুষকে শোনাচ্ছেন এস ইউ সি আই (সি) দলের কর্মীরা। আগামী ২৪ মে দলের পক্ষ থেকে ডাক দেওয়া হয়েছে শোষিত নিপীড়িত মানুষের মহামিছিল। এ মিছিল জীবনের সংকট সমাধানের দাবিতে। দলের কর্মীরা মহামিছিলের বার্তা নিয়ে যাচ্ছেন গ্রামে-গঞ্জে, পাড়ায়-পাড়ায়, বস্তিতে-বস্তিতে, হাটে-বাজারে— যেখানেই মানুষের সমাগম সেখানেই। হ্যান্ডবিল দিচ্ছেন, পথসভা করছেন, দেওয়াল লিখন করছেন। মহামিছিলের প্রস্তুতিতে ছোট-বড় মিছিল, গ্রুপ বৈঠক, পাড়া বৈঠক, প্রচার জাঠা, সাইকেল মিছিল— এ সবের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের ভিন্ন সংস্কৃতি তৈরি করছেন।

কেন ভিন্ন সংস্কৃতি? কারণ, আজকাল দেশপ্রেমিক বা জনসেবকের আলখাল্লা পরে অনেকেই অবতীর্ণ হয়েছেন। তাদের অনেকেরই মুখে আন্দোলনের কথা, জনস্বার্থের কথা। সংবাদমাধ্যমে তাদেরই প্রচার। যেমন বিজেপি। এই দলটি কেন্দ্রে রয়েছে। রয়েছে বেশ কিছু রাজ্যেও। তাদের শাসনে সেই সব রাজ্যের জনগণ কি সুখে আছে? না কি সরকারের পুঁজিপতি তোষণ এবং জনবিরোধী নীতির দ্বারা পিষ্ট হচ্ছে?

মধ্যপ্রদেশে বিজেপির সৌজন্যে 'ব্যপম' কেলেঙ্কারি, ছত্তিশগড়ে কোটি কোটি টাকার রেশন দুর্নীতি। এসব সত্ত্বেও বিজেপি নেতারা বাংলায় এসে বলছেন, 'বিজেপিকে একবার চান্স দিন, সোনার বাংলা গড়ব'। সে সোনার বাংলায় সাম্প্রদায়িক বিভেদ থাকবে না? চাষি ফসলের দাম পাবে? বেকাররা কাজ পাবে ? যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়মে আজ মানুষ সংকটে জর্জরিত, সেই একই আর্থিক ব্যবস্থায় বিজেপি একটি পুঁজিবাদী দল হয়ে কী করে 'সোনার বাংলা' গড়বে!— প্রশ্ন তুলছে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা।

রাজ্যে তৃণমূল সরকারও বহু জনবিরোধী নীতি নিয়ে চলছে। মিউটেশন ফি বিপুল পরিমাণে বাড়িয়েছে। এর ফলে জমি-বাড়ি ফ্ল্যাট কেনার খরচ মারাত্মক বেড়ে যাবে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়েছে। ১২ বার বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে। সারদা কেলেঙ্কারি, নারদ কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত এই দলের শীর্ষস্থানীয় অনেকেই। মানুষ যে পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে এই দলকে ক্ষমতায় বসিয়েছে তা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের বহু জনবিরোধী নীতি এই সরকার অনুসরণ করছে।

একই পুঁজিবাদী স্বার্থবাহী নীতি রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল সহ সব সরকারই অনুসরণ করছে। তাই সরকার পরিবর্তনের দ্বারা মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। ২৪ মে-র প্রচারে দলীয় কর্মীরা জোরের সাথে বলছেন, প্রয়োজন সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সঠিক পথে ও নেতৃত্বে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলা।

আন্দোলন করলেই কি দাবি আদায় হয়? হয় এবং হয় না—দুটোই সত্য।

প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি চালু হয়েছে এস ইউ সি আই (সি)-র দীর্ঘ১৯ বছরের আন্দোলনের ফলেই। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে পুর্বতন সরকারের কাছ থেকে ২০ কোটি টাকা ভরতুকি আদায় হয়েছে আন্দোলন করেই। মিনিমাম চার্জ ৫০ শতাংশ কমানো, ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত সরকারি কর ছাড়, অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি আদায়

বন্ধ সহ বহু দাবি আদায় হয়েছে আন্দোলনের ধারা পথেই। সরকার জনস্বার্থের কথা ভাবে না বলেই জনগণের দাবি উপেক্ষা করে। তাই দাবি আদায়ে বিলম্ব হয়, অথবা আদায় হয় না। দাবি আদায় না হলেও গণআন্দোলন করে যেতে হবে, কারণ আন্দোলন মানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। এটা সমাজে না থাকলে জনগণের নৈতিকতা থাকে না, মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, সরকার আরও স্বৈরাচারী হয়ে জনগণের উপর আক্রমণ চালায়।

কাজেই দাবি পূরণে সরকারকে বাধ্য করার জন্যই আন্দোলন বলিষ্ঠ করতে হয়। আন্দোলন ছাড়া জনগণের হাতে আর কোনও অস্ত্রই নেই, যার দ্বারা সে বাঁচতে পারে। এই আন্দোলনই জাতি-ধর্ম-বর্ণগত বিভেদ দূর করে মানুষকে উন্নত চেতনায় আবদ্ধ করে।

আন্দোলন চাই বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে। কারণ বিপ্লবী দলই গণআন্দোলনকে শোষণের ভিত্তি বদলের দিকে পরিচালনা করে। সংসদীয় বাম-ডান সব দলই গণআন্দোলনকে নিয়ে যায় ভোটের বাক্সের দিকে। তার ফলে মার খায় আন্দোলন, বিফলে যায় জনগণের কুরবানি। আন্দোলনের কৃতিত্ব আত্মসাৎ করে ওরা মন্ত্রী হয়। তারপর একই শোষণের রোলার চালায়। পিষ্ট হয় জনজীবন।

এস ইউ সি আই (সি)-র রাজনীতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এই দলকে মানুষ চেনে, শত শত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। শোষিত মানুষের কাছে এই দলটি আন্দোলনের নির্ভরযোগ্য শক্তি। এই দলের নেতৃত্বে ২৪ মে-র মহা মিছিল। কর্মীরা ব্যস্ত কত বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় তার প্রতিযোগিতায়।